‘শামসুল হক ভুঁইয়া অনেক কিছুই ঘটিয়েছেন। ১ কোটি টাকার কাজ ১০ কোটি টাকার প্রজেক্ট বানিয়ে যা ইচ্ছে তাই করেছেন’

সাদেক হোসেন খোকা

মেয়র, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

মশা, জলাবদ্ধতা, ময়লা এবং ভাঙ্গা রাস্তা এরকম নানা সমস্যায় অতিষ্ঠ নগরবাসী। ঢাকা সিটির নতুন মেয়রের দায়িত্ব নিয়েছেন সাদেক হোসেন খোকা। প্রতিষ্ঠানটির বিপুল দেনা, প্রশাসনিক অস্থিরতা এবং দুর্নীতি পরায়ণ কর্মকর্তাদের সামাল দিতে তিনি হিমশিম খাচ্ছেন। ডিসিসি’র এসব সমস্যা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে মেয়র কথা বলেছেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিনিধি **বদরুল আলম নাবিল**-এর সাথে

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এবং রাজধানী শহর ঢাকার মেয়র। দায়িত্বটা একটু বেশি হয়ে গেছে না?

সাদেক হোসেন খোকা : ২৪ ঘন্টা দিনরাত আমাকে ভাগ করেই দু’টি কাজ করতে হচ্ছে। তবে আমি দলীয় শৃঙ্খলার মধ্যে আছি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি যে কাজটি আমাকে দিয়ে করাবেন সে কাজটি আমাকে করতে হবে, করা উচিত।

২০০০ : শোনা যাচ্ছে, আপনি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন? জানা যায়, বিগত সময়ে দুর্নীতি, অপচয়, লোপাট এবং বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা, বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ডিসিসির। এ ক্ষতির পরিমাণ কত? এ জন্য তদন্ত করা হয়েছে কিনা ?

খোকা : আমি যখন ক্ষমতা নিলাম তখন থেকে ডেঙ্গু চলে আসছে। রাস্তাঘাট ভেঙে একাকার। অতীতের মেয়র সাহেবের কর্মকাণ্ড নিয়ে, যদি ব্যস্ত হয়ে যাই তবে আমি এতোসব প্রতিকূলতার দিকে নজর দিতে পারতাম না। আমি ভেবেছি এগুলো সেটেল করে এই বিষয়ে কমিটি করে বা অন্যান্যভাবে অনিয়মগুলো আইডেন্টিফাই করার ব্যবস্থা নেব। আমি অতীত নিয়ে পড়ে থাকতে চাই না। ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চাই।

২০০০ : ডিসিসির অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। প্রশাসন যদি আপনি ঠিকভাবে চালাতে চান সেক্ষেত্রে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন। না হলে হয়তো এরা...

খোকা: এ নিয়ে কথা হয়েছে। কমিশনারদের নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মিটিংয়ে আমি প্রস্তাব রেখেছি যে উচ্চ পর্যায়ে কমিটি করে বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা এবং আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। তাতে আমারও একটা শিক্ষা হবে। যাতে বর্তমান মেয়র হিসেবে আমি সংযত থাকি এবং ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা মনে করে যে অনিয়ম, দুর্নীতি করলে এটার বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা হয়।

২০০০ : দুর্নীতিতে জড়িত সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবছেন?

খোকা : দুর্নীতিতে যে একবার সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাকে সংযত রাখা খুবই কঠিন। এ জন্য উচ্চ পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি চিহ্নিত করা দরকার এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া দরকার। আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিষয়টা তুলে ধরেছি। আমি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার অফিসিয়াল চিঠি এলজিইডি মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেব।

২০০০ : সেটা তো আপনি দেবেন। কিন্তু বিষয়টা তো আপনার প্রশাসনের ...

খোকা: আমার ক্ষমতাটা সিটি কর্পোরেশনের অফিসারদের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হয়। তাদের দুর্নীতি তাদের দিয়ে বের করে আনা খুব কঠিন। এটা বাইরের কোনো সংস্থা দিয়ে করালে উদ্দেশ্যটা সফল হবে।

২০০০ : কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা এলজিইডি মন্ত্রী একটা করলো, আপনিও একটা করলেন...

খোকা : এটা করলে দেখা গেল যে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি হতে পারে।

২০০০ : ৮ বছরে দুর্নীতির ফলে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কত?

খোকা : আমি যখন দায়িত্ব নিই, তখন হিসাব পেয়েছিলাম ঋণ আছে ৪৬৭ কোটি টাকা। অনেকগুলো তথ্য তখনো আসেনি। পরবর্তীতে হিসাব মিলিয়ে দেখা যায় আসলে ঋণের পরিমাণ ৬৩১ কোটি টাকা। এই যে বাড়তি ঋণ এগুলো তো মিস ম্যানেজমেন্ট। বাজেটের বাইরে যে কর্মকাণ্ড এটা দুর্নীতি না

হলেও আর্থিক অনিয়ম।

২০০০ : ঋণ নয়, ক্ষতির পরিমাণ জানতে চেয়েছিলাম।

খোকা : তদন্ত না করে বলা যাচ্ছে না। এখন আমি দু'একটা ফাইল দেখেছি... আমাদের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ২/১টা ফাইল কোটি কোটি টাকার প্রপার্টি বেআইনিভাবে ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয়েছে।

২০০০ : সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির বিভাগগুলোর একটা হচ্ছে যান্ত্রিক বিভাগ। সেখানে কেনাকাটা বেশি হয়। রাস্তাঘাট মেরামত এ বিভাগের মাধ্যমে হয়। এখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কতোটুকু কি করা হয়েছে।

খোকা : আমি প্রথমে এসেই শুনেছি যান্ত্রিকে দুর্নীতি বেশি। বদলি যান্ত্রিকেই করেছি প্রথম। আমার মন্ত্রণালয়ে আমি যেকোনো অফিসারকে ইচ্ছা করলেই সরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এখানে সমস্যা হলো পদ একটাই। লোক একজন। তাকে সরানোর জায়গা নেই। এখানে কাউকে সরিয়ে আমার সেখানেই রাখতে হবে। অন্য কোথাও দেয়ার উপায় নেই।

২০০০ : যান্ত্রিক বিভাগের দুর্নীতিতে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি স্বপদে বহাল আছেন।

খোকা : এখানে একটা সমস্যা হলো যান্ত্রিকে আমাদের একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তাকে সরিয়ে আমি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দিতে পারি না। আমার একটি পোস্টে একজন লোক। তাকে সরিয়ে ওএসডি করে কাউকে যদি নিয়ে আসি তবে ২ জনকে আবার বেতন দিতে হবে। এই সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি।

২০০০ : যান্ত্রিক বিভাগে হাইড্রোলিক লেডার কেনা হয়েছিলো ১৬টি। এগুলো একেবারেই ব্যবহারের অনুপযোগী। এটা কেনা হয়েছে প্রায় ৪ গুণ বেশি দামে। এরকম অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। এরকম আরও অনেক ব্যাপার আছে...

খোকা : আমি এটা দেখে এসেছি। এটা যে বা যারা কিনেছে তারা খুবই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে বা অন্য কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল। তবে আগামী সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির যান্ত্রিক বিভাগের প্রধানকে নিয়ে যান্ত্রিকের ওয়ার্কশপ ভিজিট করবো। অন্য দ্য স্পটে দেখবো এসব ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। কিভাবে এই ক্ষতি থেকে বের হয়ে আসা যায়।

২০০০ : আরেকটা চুরি হয়েছে এ্যাসফল্ট প্লান্টে। আমি যতোটুকু জানি এখানে চুরি হয়েছে সীমা পরিসীমার বাইরে। এক কাজের ওপরে ২/৩ বার বিল হয়েছে এরকম অভিযোগ অসংখ্য।

খোকা : হ্যাঁ শুনেছি। আসলে আমি ডেঙ্গু নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে গেছি, এসব নিয়ে নড়াচড়ার মতো সময় থাকছে না। তবে একটি কাজের ওপরে ৩/৪টি বিল করে নেয়ার কথাও আমার কানে এসেছে। এরকম যা তথ্য পাওয়া যায় আমি এন্টি করাপশনে জানিয়ে দেবো। তারা দেখুক।

২০০০ : ২০০০ সালে আরেকটা প্রজেক্ট হয়েছিল ঢাকা সিটির রোড মার্কিং। ওটা ছিল ৯ কোটি টাকার প্রজেক্ট। এই প্রকল্পের প্রায় পুরো টাকাই আত্মসাতের অভিযোগ আছে?

খোকা : ওখানে যে ভদ্রলোক ছিলেন তার নাম শামসুল হক ভুঁইয়া। শোনা যায়, তিনি

'বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি মসকুইটো কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট করার পদক্ষেপ নিয়েছি। যেখানে দু'জন এনটোমলজিস্ট থাকবে তাদের নিয়ন্ত্রণে এই ডিপার্টমেন্ট চলবে। আশা করি আগামী বছর থেকে সঠিক লোক সঠিক জায়গায় বসে দায়িত্ব পালন করবে ঠিকভাবে। মশা নিয়ন্ত্রণ হবে'

অনেক কিছুই ঘটিয়েছেন। ১ কোটি টাকার কাজ ১০ কোটি টাকার প্রজেক্ট বানিয়ে যা ইচ্ছে তাই করেছেন। সিটি কর্পোরেশনকে ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন। আমার আগে যে ছিলো তার চোখ-কান খোলা ছিল না বলেই সে এই সুযোগ পেয়েছে। এই কাজটি নাকি তার ভাগ্নে পেয়েছিল।

২০০০ : আপনি দায়িত্ব নেয়ার ঠিক আগে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে দু'টি গার্ডার পতনের ফলে প্রাণহানি হয়। এরপর ডিসিসি একটি এবং এলজিইডি মন্ত্রণালয় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। মন্ত্রণালয় কমিটি রিপোর্ট প্রদান করলেও ডিসিসি কমিটি দেয়নি। এর কারণ কি? এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ এখনও নেয়া হচ্ছে না কেন? এটা কি ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে?

খোকা : এটা আমার আসার আগের ঘটনা। তাই এটার ব্যাপারে এই মুহূর্তে উত্তর দেয়ার মতো কোনো তথ্য নেই। আমি আসার পরে মগবাজার গার্ডারগুলো নামিয়ে ফেলার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি এবং বেশ কিছু টাকাও আমাদের খরচ হয়েছে। আর কর্পোরেশনের কমিটির রিপোর্ট এবং কার্যক্রমের ব্যাপারে আমি খোঁজ-খবর নেব।

২০০০ : ডেঙ্গু প্রসঙ্গে আসি। এ ব্যাপারটা এখন আশঙ্কাজনক পর্যায়ে আছে। এ ব্যাপারে ডিসিসি-এর কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না কেন?

খোকা : ডেঙ্গু এসেছে ২০০০ সালে। ১৯৬৪ সালে সেটা ঢাকা ফিভার নামে ছিলো। সে সময় আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃতের সংখ্যা ছিল বেশ। আবার ২০০১ সালেও হয়। সে হিসেবে ২০০২ সালে এটা হতে পারে, সে জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি থাকা উচিত ছিল। কিন্তু কোনো প্রস্তুতি আমি লক্ষ্য করিনি। যেখান থেকে আমি আবার শুরু করতে পারি। সেজন্য আমি বলবো প্রস্তুতি ছিলো না। প্রস্তুতি না থাকার কারণে আমার পূর্বের যিনি ছিলেন তার সমালোচনা করতে হয়।

২০০০ : আমি মেয়রের সমালোচনা করতে বলছি না। ডিসিসির হেলথ ডিপার্টমেন্ট কি কাজ করেছে?

খোকা : আমি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলোচনা করে দেখেছি– ডেঙ্গু সবচেয়ে বেশি পালিত হয় ঘরের মধ্যে, কৌটার মধ্যে, ফুলের টবে, এসির পানিতে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে যারা নিয়োজিত থাকে তারা এই ধরনের ডেঙ্গু পরিচ্ছন্নতা কাজে অভিজ্ঞ নয়। সেজন্য নতুন করে ৭ দিনব্যাপী প্রতিদিন সাড়ে চার হাজার লোক নিয়োগ করে এটা করেছি। দ্বিতীয়ত উড়ন্ত মশা মারার জন্য মার্কেটে অনুমোদনপ্রাপ্ত ওষুধ যোগাড় করে মেশিনের মাধ্যমে মারার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিসিসির যে ব্যবস্থাটা আছে তা বৈজ্ঞানিক নয়। এখানে কোনো কীট তত্ত্ববিদ নেই অথচ প্রতিবছর ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকা মশক নিয়ন্ত্রণের জন্য খরচ করা হয়েছে। যা খুব একটা ফল দেয়নি বলে মনে হয়। তাই আমি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি ডিপার্টমেন্ট করার কথা ভাবছি। যেখানে দু'জন এনটোমলজিস্ট থাকবে তাদের নিয়ন্ত্রণে 'মসকুইটো ডিপার্টমেন্ট' চলবে। আমি সেই ডিপার্টমেন্ট খোলার ব্যবস্থা নিয়েছি। আশা করি আগামী বছর সঠিক লোক সঠিক জায়গায় বসে দায়িত্ব পালন করবে ঠিকভাবে। মশা নিয়ন্ত্রণ

হবে। এটি আর স্বাস্থ্য বিভাগকে দিয়ে করাবো না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করাব।

২০০০ : শামসুল হক ভুঁইয়া, খন্দকার সুজাত ছাড়াও স্বাস্থ্য বিভাগে আরেকজন লোক আছে ডা. আশরাফ সাহেব। ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে প্রচুর। ১৯৯৯ সালে ইউএলভি মেশিন কেনা হয়েছে ৮টি, ১৪ লাখ টাকা করে। কিন্তু বাজারে এগুলোর প্রতিটির দাম ৪ থেকে ৫ লাখের বেশি না। মশার ওষুধও ২/৩ গুণ বেশি দাম দিয়ে কেনার বেশ কিছু অভিযোগ আছে?

খোকা : আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম তখন থেকেই খোঁজখবর পাচ্ছিলাম। সে সময় দুর্নীতির ব্যাপারটা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এসেছিল। চিটাগাং সিটি কর্পোরেশন যে ওষুধ ৩১০ টাকা লিটার কিনেছে এখানে তা কেনা হয় ১১০০ টাকা লিটার। তবে এটা তদন্ত না করে কোনো অফিসারের বিরুদ্ধে বলতে পারি না।

২০০০ : এদের শাস্তি না হলে পরবর্তীতে যারা আসছে তারা সুযোগটা পেয়ে যাবে।

খোকা : আমি মশা নিয়ন্ত্রণ মসকুইটো কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করাবো, স্বাস্থ্য বিভাগের কোনো ভূমিকা থাকবে না। নতুন ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে, নতুন লোক আসছে।

২০০০ : ২০০১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ১ম টেন্ডার হয়েছিল ওষুধ কেনার জন্য। তারপর ১৭ জানুয়ারি ২০০২-এ টেন্ডার কমিটিতে দরপত্র সিলেক্ট হয়েছিল। তারপর ৬ মাস পরে তাকে ওয়ার্ক পারমিট দেয়া হয়। আপনি আসার পরে এতো দেরি করা হলো কেন যে অবস্থায় ভাণ্ডারে কোনো ওষুধ ছিল না? আপনি আসার পরে দিয়েছেন ১৫ হাজার লিটার ৫০ হাজার লিটারের জায়গায়।

খোকা: কতগুলো সিদ্ধান্ত আছে বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির কারণে। তবে এখন আমি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ছাড়া কোনো কিছু চিন্তা করছি না।

২০০০ : বিপুল অর্থ খরচ হওয়ার পরেও নগর পরিচ্ছন্ন হচ্ছে না কেন?

খোকা : একটা অনিয়ম থেকে অনেক অনিয়মের জন্ম। এখানে সমস্যা হলো রাতের ট্রাক দিয়ে যেখানে ৩ ট্রিপে ময়লা ফেলা যেত, সেখানে অতিবৃষ্টির কারণে রাস্তা নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে ১ বা ২ ট্রিপে নিতে হচ্ছে। এ কারণে ট্রাকও নষ্ট হচ্ছে বেশি। ১০০টির মতো ট্রাক নষ্ট হয়ে আছে ফলে পূর্ণশক্তি নিয়োগ করা যাচ্ছে না।

২০০০ : মেয়রের দায়িত্ব পালনে সরকার থেকে যেসব সহায়তা পাওয়া দরকার, তা আপনি প্রত্যাশিতভাবে পাচ্ছেন কি না?

খোকা : অবশ্যই। আমাদের এলজিইডি মিনিস্টার সাহেব যথেষ্ট সহায়তা করেন। ডিসিসি যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারে তার কোনো সদিচ্ছার অভাব নেই। তবে আমাদের যে ঢিলেঢালা প্রশাসনিক ব্যবস্থা তা রাতারাতি উনিও পরিবর্তন করতে পারবেন না। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নের ব্যাপারে তাগিদ দিচ্ছেন। আমি ডেঙ্গু এবং ময়লা, ভাঙা রাস্তা এসব পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করছি তার খোঁজখবর নিয়ে, পরামর্শ দিয়েছেন। সিটি কর্পোরেশনের পুরাতন আইন সংস্কারের ব্যাপারে তিনি চিন্তা করেছেন। সরকারের সবরকম সহায়তা আমি পাচ্ছি।

২০০০ : মেট্রোপলিটন সরকারের প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন?

খোকা : মেয়র হানিফ সাহেব যখন এই সরকারের কথা তুলেছিলেন আমি মনে করেছিলাম এটির রূপরেখা কেমন হবে তা নিশ্চয় তিনি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেছেন কাগজ-কলমে। কিন্তু আমি সিটি কর্পোরেশনের কোথাও কোনো কাগজ পাইনি। তবে মেট্রোপলিটন সরকার করতে পারলে ভালো। তবে পাশাপাশি ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত সাহেব বলেছেন বর্তমান সময়ে সিটি কর্পোরেশনকে কন্ট্রোলিং অথরিটি এলজিইডি মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে করলে অনেক সমস্যার দ্রুত সমাধান হতে পারে। এটা খুব খারাপ প্রস্তাব নয়। প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকলে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কাছে এর গুরুত্ব বাড়ে, সম্পর্ক অন্যরকম হয়।

২০০০ : মেয়র হিসেবে আপনার প্রাথমিক ও সর্বশেষ লক্ষ্য কি? মশা, জলাবদ্ধতা, ময়লা এবং খোঁড়া-খুঁড়ি থেকে নগরবাসী কবে মুক্তি পাবে?

খোকা : এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে আমি মেয়র হয়ে গেলাম আর ঢাকা শহর পরিষ্কার, মশামুক্ত হয়ে গেল। এটা হবে না। সবকিছু মিলে ঢাকা শহর যাতে সহনীয় হয়। মশা, ময়লা, রাস্তাঘাট, স্ট্রিটলাইট, জলাবদ্ধতা, যানজট যতোটা সম্ভব কমিয়ে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। ন্যূনতম নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা করব। সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবো সিটি কর্পোরেশনে অর্পিত দায়িত্বগুলো পালনে। এ ব্যাপারে উদ্যোগের কোনো অভাব থাকবে না। এটুকুই আমার কমিটমেন্ট।

২০০০ : টিআইবি গতকাল রিপোর্ট দিয়েছে আবারও আমরা চ্যাম্পিয়ন। আমরা কি আসলে ধারাবাহিকতা ঠিকমতো বজায় রেখে চলছি?

খোকা : এই রিপোর্ট ২০০১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত। দায়িত্ব গ্রহণের এতো অল্প সময়ে কিছু করা সম্ভব ছিল না। তবে আগামীতে কি করা যায়, সেটা বিবেচ্য বিষয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি প্রশ্রয় না দেয়ার ব্যাপারে অনড়। তিনি কালই পার্টির লোকদের খুব কড়া ভাষায় দুর্নীতির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী যদি নিজের দলকে সংযত রাখতে পারেন বা রাখার তার যে ঘোষণা; তারপর অন্য কাউকে সুযোগ দেয়ার প্রশ্নই আসে না।

২০০০ : কিছু কিছু সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ইতিমধ্যে উঠছে?

খোকা : সরকার নিশ্চিত হতে পারলে নিশ্চয় ব্যবস্থা নেবে। ব্যবস্থা নিতে হলে একটা প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে যেতে হয়।

২০০০ : অবস্থার প্রেক্ষিতে বলতে হয় আগামী বছরও আমাদের অবস্থান দুর্নীতিতে অনড় থাকবে। তখন আপনারা হয়তো বলবেন টিআই রিপোর্টটি ভুল। যেমন গত বছর আওয়ামী লীগ বলেছিল?

খোকা : পরস্পর অভিযোগ করে লাভ নেই। তাতে তো আমরা সমস্যা থেকে মুক্তি পাব না। আমাদের কাজ হলো করাপশন ইলিমিটেট করতে হবে। বিরোধী দল থেকে আওয়ামী লীগের উচিত এ ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা করা। এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

অনুলিখন : **পারভীন তানি**
ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ**

'দুর্নীতিতে যে একবার সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাকে সংযত রাখা খুবই কঠিন। এ জন্য উচ্চ পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্নীতি চিহ্নিত করা দরকার'